R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবা
সোমনাথ সিংহ - সভাপ ত
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদ ঃ

১০০ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা পৌষ ১৪২০
১৮ই ডিসেম্বর, ২০১৩
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

শিশুশিক্ষার ৪০ অনূর্ধ শিক্ষিকাদের নিয়ে চিন্তিত জঙ্গিপুর পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুর এলাকার ৪৭টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ১৩৫ জন মহিলা শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন। ২০০০ সালে পঞ্চায়েত দপ্তরের নির্দেশে এই নিয়োগ। এদের বেতনও পুরসভার মাধ্যমে পঞ্চায়েত দপ্তর বহন করে। ২০০৯–১০ সালে ৪০ বছরের কমে বা ৬০ বছরের বেশী কোন প্রার্থীকে নিয়োগ করা চলবে না বলে একটা সার্কুলার আসে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে। কিন্তু এনিয়ে কোন বাড়াবাড়ি সে সময় হয়নি। যার ফলে বহু দুঃস্থ, বিপিএল তালিকাভুক্ত স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবাকে ঐ সময় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়োগ করে সুস্থভাবে তাদের বাঁচার পথ করে দেয়া হয়। বর্তমান সরকার এইসব নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স সীমার ওপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। ৪০–এর নিচে প্রায় ৩৫ জন এখানে নিযুক্ত আছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৩৫ জন শিক্ষিকার বয়স সহ নামের তালিকা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন যা

(শেষ পাতায়)

আগুনে পুড়ে গেল ভাগীরথী ব্রীজের জঙ্গিপুর পারের কিছুটা অংশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পারে চায়ের দোকানের আগুনে পুড়ে গেল ভাগীরথী ব্রীজের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বেয়ারিং। খবর, গত ১৩ ডিসেম্বর রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ব্রীজের নিচে জনৈক মনোজের চায়ের দোকানে গ্যাস ওভেনে মাংস রান্না হচ্ছিল। হঠাও সিলিন্ডার বার্স্ট করে আগুন ছিটকে পড়ে পাশের মুলিবাঁশের বেড়ায় ও মোটর সাইকেল মেরামতি গ্যারেজে। এরপর

(শেষ পাতায়)

১১মাস সাম্মানিক ভাতা নেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ১৪০টি শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশো শিক্ষক–শিক্ষিকা দীর্ঘ ১১ মাস ভাতাহীন। এই স্কুলগুলি বিড়ি অধ্যুষিত জঙ্গিপুর মহকুমার ৬টি ব্লকে (সাগরদীঘি বাদে) চালু আছে। জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জীকে এ ব্যাপারে বলা হলে

(শেষ পাতায়)

ডাকাতির রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় গত সপ্তাহে সকালে এক রহস্যজনক ঘটনায় নগদ আট লক্ষ টাকা ও ত্রিশ ভরি সোনার গয়না খোয়া যায়। গৃহকর্ত্রী দেবযানি দাস ও তার আত্মীয়দের সন্দেহের ভিত্তিতে পুলিশ বালিঘাটা থেকে সদ্য ছেড়ে দেয়া শেখর দাস, তার দাদা বাবু দাস ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু পলক হাজরাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে থানায় ডেকে এনে প্রচন্ডভাবে মারধোর করে। শেষে শেখরকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে হাজির করে ১১ ডিসেম্বর। কোর্ট

(শেষ পাতায়)

সর্বদলীয় বৈঠকে প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানায় ১৪ ডিসেম্বর এক সর্বদলীয় বৈঠকে জঙ্গিপুর পুর এলাকার জয়রামপুরের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী ওঠে বিভিন্ন তরফ থেকে। উল্লেখ্য, ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যা রাত্রে জয়রামপুরে কিছু সমাজবিরোধীর হাতে

(শেষ পাতায়)

আরবানের এজেন্ট নিগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর আরবান কো–অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির এজেন্ট অচিন্ত্যকুমার ধর এক সুদখোরের হাতে নিগৃহীত হন ৭ ডিসেম্বর। খবর, পুরসভায় নিযুক্ত হরিজনদের

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১২১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা পৌষ, বুধবার, ১৪২০

মূল্যবোধ : আজ চর্চায় এবং চর্যায়

আজ শুধু আমাদের দেশ নয়, সমগ্র পৃথিবীটাই এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছিয়াছে। মানুষের মনে মূল্যবোধের বিকৃতি এবং আদর্শের অবনতি ঘটিয়াছে। চারিদিকে রাস্তরক্ষে আড়াল করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং জনজীবনে এক সার্বিক হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'বিবেকানন্দ' শীর্ষক আলোচনায় একদা ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। মূল্যবোধ শব্দটি এখন বহু কথিত। ইহা হইতেছে সত্যানুসন্ধান বা সত্যানুরাগ। সনাতন রীতিনীতিতে বিশ্বাস, নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ দায়িত্ব বোধ। যৌথ পরিবারে সকলের সহিত থাকিয়া সুখ-দুঃখের অংশভাগী হওয়া, বয়োবৃদ্ধ প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জীবনে ও জীবন চর্যায় শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ,শালীনতাবোধ। পরিবারিক জীবন তথা সামাজিক জীবনে সম্পর্কের বন্ধন, দায়বদ্ধতা। এ সবই মূল্যবোধের বোধ বা চেতনা। কিন্তু আজ আমরা সময়ের এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যখন আমাদের জীবন চর্চায় এবং জীবনচর্যায় সংকট ঘনীভূত। আমাদের গতানুগতিক জীবন ধারায় এবং প্রচলিত মূল্যবোধের শেকড়ে ধরিয়াছে ঘুণ, পাজড়ে ফাটল। মানুষ আমরা হারাইতেছি মানুষ্যত্ববোধ। হইয়া পড়িয়াছি অন্তঃসার শূন্য 'ফাঁপা মানুষ'। সঞ্চয় করিতেছি 'বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।' চর্চা এবং চর্যায় আজ দেখা যাইতেছে বিকৃত মানসিকতা বা অপসংস্কৃতি। ইহার দৌরাত্ম্য সমাজ জীবনের নেপথ্যে-- প্রকাশ্যে, অলিগলিতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং, চলিবার পথে 'টিজিং' এর মতো অশালীন অভব্যতা এখন নিত্যকার ঘটনা। মূল্যহীনতার যুপকাষ্ঠে আজ মূল্যবোধ বলিপ্রদত্ত। উনবিংশ শতাব্দী ছিল নব জাগৃতির যুগ। সেই সময় বাস্তব চেতনা , বিজ্ঞান চেতনার সহিত শিক্ষা সংস্কৃতিতেও দেখা গিয়াছিল নতুন চিন্তাভাবনা, বোধ এবং বোধি। সেই সময়ের জীবন চর্যায় বিকৃতি ও ক্ষয়িষ্ণুতা ততটা ছিল না। প্রচলিত আদর্শ সম্পর্কে তখনও সংশয় বা প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর চেহারা গিয়াছে পাল্টে। বেকার সমস্যা, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য, হতাশা, অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশেও গড়িয়াছে অরাজতার হাতবদল, দেশ বিভাজন। আর আমাদের সমাজ জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে বিদেশী ভাবধারার প্রভাব। পারিবারিক জীবনেও ধরিয়াছে ভাঙন। দেখা দিয়াছে প্রজন্মগত ব্যবধান। যুব সমাজের মধ্যে আসিয়াছে সনাতন রীতি নীতিতে গভীর অবিশ্বাস। ব্যক্তি জীবন তথা সমাজ জীবনে দেখা দিয়াছে ভ্রষ্টাচার, লোভ, লালসা, দুর্নীতি, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা। আজ মানুষ হারাইয়াছে চক্ষুলজ্জা। অরহেলা তাহাদের কর্মসংস্কৃতিতে। জীবন হইতে মুছিয়া যাইতেছে সুস্থ সংস্কৃতি। কেমন যেন মানসিক অবনমন চোখের সামনে প্রতীয়মান। ভোগবাদী দর্শন হইয়া উঠিয়াছে জীবন দর্শন। বাড়িয়া চলিয়াছে আত্মপরতা। আচার আচরণে আজ যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতা। অবিনয় এবং অভব্যতা এখন বুঝি অগৌরবের নয়। অমৃত বচন এখন লোকাচারের অলঙ্কার। ফিরিয়া যাইতে হয় জীবনানন্দের কবিতার ভাষায় বলিতে ইচ্ছে করে 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা/ যাদের হৃদয়েতে প্রেম নেই প্রীতি নেই/করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

বাঙালীর হা-হুতাশ

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অন্যান্য দেশের নানারকমের লোক বাংলায় আসিয়া জুটিয়া বসিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে, কেহ বা ক্রোড়পতি হইতেছে আর দিন দিন অন্নাভাবে শীর্ণ আর চিন্তা ভরে জীর্ণ হইয়া মরিতেছে বাঙালীই। বাঙলার এই ভীষণ সমস্যার কথা সেদিন বিলাতে লর্ড সিংহের মুখে এইভাবে ধ্বনিত হইয়াছে -- 'যে কেহ এই দেশে অন্ন সংস্থান করিতে পারে, পারে না শুধু বাঙালীরা। ভারত নানাদিকে উন্নত হইয়াছে কিন্তু ফাঁকও অনেক দিকেই আছে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে। বাংলার অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইতেছে। এ জন্য দায়ী দেশের লোক এবং অন্যান্য কারণ যাহার উপর গবর্ণমেন্টের কোন হাত নাই ইংরেজের কর্মশক্তি, ভারতের মিতব্যয়িতা, শ্রম ও সংযমের সহিত মিলিত হইয়া, এ দেশের আরও উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। দেশের শিক্ষিতদের ইংরেজের উপর যে অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে, ইংরেজ তাহা দুর করিলে মিলিতভাবে দেশবাসীর উন্নতি করিতে পারেন।' লর্ড সিংহের কথা সত্য-কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা শোচনীয় হয় নাই, শোচনীয় হইয়াছে বাঙালীর নিজস্ব অবস্থা। এই বাংলায় ইংরেজ ছাড়াও ছত্রিশ দেশের নানান জাতি নানান ব্যবসায় করিয়া অন্ন করিতেছে -- আর বাঙ্গালীরা তাহাদেরই দেশে হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছে। বাংলায় শোষণ ও লুণ্ঠন বলিয়া যে রাজনীতিক চিৎকার করা হয় তাহার সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার যোগ অতি সামান্য। বাংলার অর্থাগমের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী ক্রমে দূরে সরিতেছে -অপরে তাহা অধিকার করিতেছে। কুলী-মজুরের ব্যাবসা হইতে বড় যে কোন ব্যবসায়ে বাঙালীর এই অধঃপতনের দৃষ্টান্ত মিলিবে। আজ বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা -- স্বর্ণপ্রসূ দেশের ছেলেরাই অভাবের তাড়নায় হাহুতাশ করিতেছে,-আর বাংলার অর্থে অন্য সকলেই পুষ্ট হইতেছে। ইংরেজ দেশে অর্থাগমের নানা ক্ষেত্র আবিস্কার করিয়াছে কিন্তু সে ক্ষেত্র ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বাঙালীরও যথেষ্ট উন্নত হওয়া এবং অর্থাগমের দ্বারা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। বাংলার প্রাকৃতিক ধারা দ্বারা বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে না পারা পর্যন্ত বাঙালী জীবন ক্রমেই হটিতে থাকিবে, উজানে চলা তাহার সম্ভব হইবে না। বাংলার শষ্যসম্পদ তাহার বেসাতী করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার খদ্য সরবরাহ করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার রেলস্টেশনে মুটি মুজরী করিতেছে অবাঙ্গালী, চাকর খানসামা সেও অ-বাঙ্গালী - আর বাঙ্গালী ভদ্র শিক্ষিত হইয়া সকলেই চাকুরি পাইবার জন্য লালায়িত। ভদ্র বনিবার এই প্রকার বিকৃত শিক্ষা ও আকাঙ্খা বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতিকে ক্রমশ হীন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালী আজ নিখিল ভারতের পরিচালক হইতে পারিতেছে না। বাংলার আর্থিক সম্পদের যোগ্য অংশ গ্রহণ করাকে বাঙ্গালীর গর্ব কর্তব্য মনে করিতে হইবে। বর্তমানে এর চেয়ে আত্মরক্ষা ও জাতীয় কর্তব্য বড় আর কিছু নাই।

(রচনাকাল :১৩৩৪সাল)

রাজনীতি বনাম রাজনীতি

হরিলাল দাস

'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক'--ভারতের বৃহৎ গণতন্ত্রের বিকাশে তাই হচ্ছে। ২০১৩ সালের শেষ মাসে এসে দেখা যাচ্ছে না-ভোট বা নোট প্রয়োগের অধিকার পাচ্ছেন সমস্ত ভোটার। এই অধিকার সচেতনভাবে রক্ষা করতে হবে। কেননা ভোট সর্বস্ব কায়েমী স্বার্থ এটা চায় না। বাহুবল ও অর্থবল সম্বল করে ভোট বাণিজ্যে দাঁড়িয়ে যাবার আগে চিন্তা করতে হবে যে , না ভোট আছে। কাজেই প্রার্থী বাছাইটা স্বচ্ছ হবার সম্ভাবনা বাড়বে। অন্যদিকে নির্বাচনে আস্থাহীন ভোটাররা মনে করতেন নির্বাচন একটা প্রহসন -- কী হবে ভোট দিয়ে ? সেই সব ভোটার না ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রে যাবেন, না - ভোট দেবেন। ফলে ছাপা ভোটের আর একটা রাস্তা বন্ধ হবে। অনুপস্থিত ভোটারদের তালিকায় টিক দিয়ে বন্ধ ঘরে আর বোতাম টেপা যাবে না।

প্রথম বারেই যা না-ভোট পড়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ব্যবস্থাটা ফলাফলে একটা নির্ণায়ক শক্তির ভূমিকা নিচ্ছে। এবছরের ২৭ শে সেপ্টেম্বর সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশত না-ভোট ব্যবস্থা কার্যকর করে, নির্বাচন কমিশন পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটে ভোটযন্ত্র মোটা বোতাম চালু করেন। আর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভোট গণনা। ভোটদাতারা ঠিক করে ব্যাপারটা জানতেনও না। কোন প্রচার তো ছিলই না। সামনে

(পরের পাতায়)

রেলগাড়ি : চলচ্চিত্রে ও নষ্টালজিয়ায়

সাধন দাস

ঘন অন্ধকার রাত্রে নিঝুম মাঠের বুক চিরে ঝমঝম শব্দ চলে যাচ্ছে রেলগাড়ি -- এই দৃশ্যের সঙ্গে আমাদের চলমান জীবনের কোথাও যেন একটা নিবিড় যোগ আছে। মাঝে মাঝে অন্ধকার নির্জন ষ্টেশনে ট্রেন থামলে কে কখন নেমে যাচ্ছে, কে আবার নতুন করে উঠছে, কে তার হিসেব রাখে। এই জীবনের বিস্তীর্ণ পথে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, নারীর প্রেম আর দুঃখের সহভাগী হয়েও একদিন সে সব ফেলে যেতে হয় মাঝরাতের অজানা কোনো ষ্টেশনে। পেছনের ষ্টেশনে ইতিহাস হয়ে পড়ে থাকে কত না সহযাত্রীর আনন্দ- বেদনা-স্মৃতি। সবুজ ল্যাণ্ডস্কেপ পেড়িয়ে জীবনের মতো কখনও বা রুক্ষ পাথুরে মাটির বন্ধুর পথে আমাদের জীবন-রেলগাড়ি ছুটে যায়। ঝম, ঝম, ঝম, ঝম, -রেলগাড়ির একটা কল্পময় ছন্দ আছে, গভীর রাতে দূরাগত সেই শব্দের সরণী বেয়ে আমরা আমাদের চেতন থেকে আমরা অবচেতনেও পৌছে যাই। তাই চলচ্চিত্রে, শিল্পে, কাব্যে শৈল্পিক আবেদন নিয়ে রেলগাড়ি যেভাবে সাদরে বরণীয় হয়েছে, বাস-ট্যাক্সি - রিক্সা -স্টীমার বা এরোপ্লেন সেভাবে হয়নি। শিল্পে (Fine Art) রেলগাড়ির প্রতি এই সহজাত পক্ষপাত বরাবরই লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রে নানাভাবে রেলগাড়িকে ব্যাবহার করা হয়েছে । অন্তত একবারও রেলগাড়ির দৃশ্য নেই, এমন ছায়াছবি খুব কমই আছে। বিশ্ববরেণ্য সত্যজিত রায় রেলগাড়িকে নানাভাবে ভাব প্রকাশের সহায়ক প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেন রেলগাড়ি ছাড়া অন্য কোনভাবে মহত্তর জীবন বোধের ওই ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তার অপু ট্রিলজিতে প্রথমেই দেখি, কাশবনের ভেতর দিয়ে একরাশ কালো ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার করে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে রেলগাড়ি ছুটে যেতে। অপু-দূর্গার ডাগর নবীন চোখে সে যেন মহা বিস্ময়। গতিময় জীবন যেমন ক্ষুদ্র অপুকে এই প্রথম হাতছানি দিয়ে যায়। ঘর ছাড়িয়ে বৃহত্তর জীবনের প্রতি ঔৎসুক্য দেখানোর ক্ষেত্রে রেলগাড়ির এধরনের উপস্থাপন যেন অপরিহার্য ছিল। 'অপরাজিত' পর্বে দেখি -- অপু কোলকাতায় পড়ে, সর্বজয়া তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে থাকে। রেললাইন তখন বেশ কিছুটা দুরে দেখানো হয়েছে। কারণ সর্বজয়ার আঁচলের তলা থেকে ছুটি নিয়ে অপু তখন নিরপেক্ষ এক গতিপথ খুঁজে পেয়েছে। ট্রিলজির তৃতীয়-পর্বে (অপুর সংসার) বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে একরকম হঠাৎ করেই অপর্ণার সঙ্গে যখন তার বিয়ে হয়ে যায়, তখন অপু তাকে এনে যেখানে তোলে, সেই জায়গাটিও 'রেললাইন' সংলগ্ন বাসাবাড়ি। এখানে আমরা রেলগাড়িকে দেখি অন্যভাবে। একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে এক এক পা করে চলতে শুরু করেছে রেলগাড়িটা। অপুর গতিময় জীবনে এক নতুন বাঁকে এক নতুন সাথীর সাথে তার জীবন যে আবার নতুন ছন্দে চলা শুরু করে -- এই ভাবনার নান্দনিক প্রকাশের উপকরণ হিসাবে তিনি খুব স্বচ্ছন্দে রেলগাড়িকে ব্যবহার করেছেন। তপন সিংহ তাঁর জতুগৃহ ছবিতে রেলগাড়ির সাহায্যে অনুপম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। একদা বিবাহ বিচ্ছিন্ন এক দম্পতির দেখা -দীর্ঘ কয়েক বছর পর এক নির্জন ষ্টেশনে। স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে তারা কখনও যেন ফিরে যায় তাদের স্বপ্নমধুর দিনগুলিতে। তার পর একসময় ট্রেনের ঘন্টা বাজে, বিপরীতমুখী দুটি ট্রেনের মুখোমুখি জানালার ধারে বসে শেষবারের মতো চোখাচোখি হয় তাদের। তারপর ক্যামেরা ক্লোজ-আপে ধরে দুই কামরার মধ্যবর্তী সংযোগকারী বীমদুটিকে। গাড়ি চলতে শুরু করলে বীমদুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরবর্তী হয়ে যায়। মানসিক নৈকট্য সত্ত্বেও অনিবার্য এক দূরত্বকে বোঝাতে এর চেয়ে শৈল্পিক Symbol বোধ হয় আর হয় না। কিন্তু রেলগাড়ির ক্যাবিক আর শৈল্পিক মহিমা বুঝি এবার অন্তর্হিত হলো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্টীম ইঞ্জিন প্রায় উঠে গেল। এখন ডিজেল কিম্বা বিদ্যুৎচালিত রেলগাড়ি দ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে। ইলেকট্রিক বা ডিজেল ট্রেনে বেগ বেড়েছে, কিন্তু আবেগ কমেছে। সেই চাপ চাপ কালো ধোঁয়ায় আকাশ ভরিয়ে স্টিম রেলগাড়ির ছুটে চলা-এই দৃশ্য বোধহয় পুরোনো দিনের ছায়াছবি ছাড়া আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না কবিতায়, গল্পে চলচ্চিত্রে এই কয়লার ইঞ্জিনের একটা আলাদা রোমান্টিক আবেদন ছিল। রেললাইনের পোড়া কয়লা কুড়িয়ে যাদের জীবিকা নির্বাহ হয়, তাদের কথা ভাবলে মন খারাপ করে। আর রেলগাড়ির জানালার ধারে বসে মুখ বাড়িয়ে উৎসুক চোখে বাইরে তাকালে কয়লার গুঁড়ো আর কোনদিনই চোখে পড়বে না -- একথা ভাবলে ছোটবেলার কথা ভেবে নষ্টালজিয়ায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন। হায়, আগামী প্রজন্মের মায়েরা তাদের দুরন্ত বাচ্চাদের আর কখনই বলবে না -"খোকা, বাইরে তাকিয়ো না, চোখে কয়লা গুঁড়ো পড়বে।"

রাজনীতি [illegible] ....(১ম পাতার পর)

নির্বাচনগুলোতে সচেতনতা বাড়বে এবং অনেক সুফল মিলবে তা নিশ্চিত।

এ বছরে আর একটা উত্তব লক্ষণীয়। মাত্র এক বছরের মধ্যে একটি আম-আদমির দল দিল্লিতে বিধানসভা গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকায় গুরুত্ব পাচ্ছে। আমাদের যেমন ধৈর্য্য কম, তেমনি অনাচার সহ্য করতে আমরা অভ্যস্ত। তাই কেবল প্রচারে ভোলা চলবে না। যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে এই পরিবর্তন। বড় দলগুলো নানা কায়দায় 'আপা'র উত্থানকে বানচাল করতে সক্রিয়।

লোকসভার ভোট আসন্ন। পাঁচরাজ্যে ভোটের ফল খারাপ হওয়াতে কংগ্রেস আশাহত, চিন্তিত। বিজেপির উল্লাস যতটা ততটা হবার কারণ আছে কি ? লোকসভা ভোটে এই হারের জয় হবে কি ? দল এখন মোদী ক্যারিশমায় মোদিত। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্র ব্যাপকভাবে এটা কি নিচ্ছে ? যেমন কংগ্রেস ভাবছে সোনিয়া নন্দন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে কিনা ? সেই পরিবারতন্ত্র আহত, আর গণতন্ত্র ব্যাহত। বিকল্প কোথায় ? পাঁচ রাজ্যে, দেখা যাচ্ছে, বামপন্থীরা মুখ থুবড়ে পড়েছে। সিপিএম ৫০টির বেশী প্রার্থী দিয়ে সবকটিতেই হেরেছে। অনেক প্রার্থীর জামানত জব্দ। এমনকি যে কয়টি বিধায়ক ছিলেন তাঁরাও হেরে বিদায়। তাহলে ?
তাহলেও এটা কোনও সঙ্কট কাল নয়, বরং গণতন্ত্র বিকাশের লগ্ন। এ রাজ্যে যা হয়েছে -- দীর্ঘ দিনের ক্ষমতার মত্ততা ও দুর্নীতির অবসান। দিল্লীতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছে আম আদমি দল --আপা। এইরকম কলুষমুক্ত নবীন আঞ্চলিক দলগুলোই হাল ধরবে রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে।

* আসল গ্রহরত্ন * পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলী * মনের মতো স্বর্ণালঙ্কার

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ ✦ হরিদাসনগর ✦ কোর্টমোড় ✦ মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৮০০৮৮৯০৮৮
E-Mail : nilratan.msd@gmail.com.
: nilratan.nath@yahoo.in.
Fax : 03483-267814

"স্বর্ণকমল স্বর্ণসঞ্চয় প্রকল্প"-এর মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার সঞ্চয় করে নিন।
বিশদ জানতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম সার্ধশতবর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির ১০০ বছর' উপলক্ষে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রঘুনাথগঞ্জ শাখা ১৪ ডিসেম্বর যতীনদাস মহকুমা পাঠাগার সভাগৃহে এক আলোচনাসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মানিক চট্টোপাধ্যায়।

১৯ মাস ভাতা .....(১ম পাতার পর)

তিনি সত্বর ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। গত ১৩ নভেম্বর ২৫জন শিক্ষক–শিক্ষিকার দল তার সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেন। ভাতা বন্ধ ছাত্র–ছাত্রীদেরও বর্তমান ২০১২–২০১৩ সেশনে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড বাবদ মাসিক ১৫০ টাকা এবং ২০০৯–২০১২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রী যারা বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে তারাও ৯ মাস স্টাইপেন্ড পায় নি। ফলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত অনেকেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষক শান্তনু সিংহ রায় জানান, 'এই অগ্নিমূল্যের বাজারে মাত্র ৪,০০০ টাকা সাম্মানিক ভাতা দীর্ঘ ১১ মাস ধরে বন্ধ থাকায় শিক্ষককুল অর্থাভাবে কাজের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। শিশু শ্রমিকদের সমাজের মূলস্রোতে ফেরাবার লক্ষ্যে তাদের আন্তরিক প্রয়াস তাই আজ মূল্যহীন।' জাতীয় শিশুশ্রম প্রকল্পের অধীন (NCLP) এই প্রকল্প বাস্তবে অর্থহীন হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং রাজ্য সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয় বলে অধিকাংশ শিক্ষক–শিক্ষিকা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ডাকাতির রহস্য .....(১ম পাতার পর)

১৪ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। পুলিশ এখনও কোনও জিনিস উদ্ধার করতে পারেনি। এখনও পালাক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পাশাপাশি ডাকাতির রহস্য ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে।

সর্বদলীয় বৈঠকে .....(১ম পাতার পর)

জনৈক পুলিশ কনস্টেবল সুমন্ত হালদার খুন হন। পুলিশ আসামীদের লম্বা তালিকা তৈরী করলেও যে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের অভিযুক্তদের তালিকায় নেই। বহু সময় পার হলেও পুলিশ এদের জামিনের ব্যবস্থা করছে না। প্রকৃত দোষীদের ধরার নামে নির্দোষীদের বাড়ীতে হামলা চালাচ্ছে। মেয়েদের অশ্লীল কথাবার্তা বলছে। এলাকার বাসিন্দাদের সুস্থ জীবনযাত্রা, রুজিরোজগারের পথ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। দু'মাস চলে গেলেও পুলিশ প্রধান অভিযুক্তদের কাউকে ধরতে পারেনি।

শিশুশিক্ষার .....(১ম পাতার পর)

সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই মেনে নিতে হবে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর দেন পুরপিতা মোজাহারুল ইসলাম। পুরপিতাকে প্রশ্ন করা হয় – অনেক প্রার্থী কাউন্সিলারদের মোটা টাকা ভেট দিয়ে চাকরী নিয়েছেন। এখন বয়সের মারপ্যাঁচে চাকরী চলে গেলে তারা টাকা ফেরত পাবেন ? পুরপিতা এ অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তৃণমূলের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ–২ ব্লকের তেঘরী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ১৪ ডিসেম্বর স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করে। সেখানে ৪৫ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেন বলে খবর। ঐ অনুষ্ঠানে জেলার মন্ত্রী সুব্রত সাহার আসার কথা প্রচারে থাকলেও তিনি আসেননি।

ভাগীরথী ব্রীজ .....(১ম পাতার পর)

গ্যারেজে মজুত থাকা মবিলে আগুন ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আশপাশের প্রায় ১৪/১৫টি দোকান ভস্মীভূত হয়। বিশেষ ক্ষতি হয় ভাগীরথী ব্রীজের নিচের বেয়ারিং–এর। উত্তাপে চিড় ধরে ব্রীজের দেওয়ালে। পাশেই জঙ্গিপুর পুরসভার জলের গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে জল এনেও আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয় এলাকার মানুষ। খবর যায় ধুলিয়ান দমকলে। সেখান থেকে গাড়ী এসে আগুন নেভায়। খবর, ব্রীজের নিচে গজিয়ে ওঠা প্রায় দোকানে মদের আড্ডা বসে প্রতিদিন। ঘটনার দিনও মদের চাটের মাংস রান্না হচ্ছিল। মদ–মাতালের অত্যাচারে সন্ধ্যার পর ঐ এলাকায় মহিলাদের চলাচলে কোন নিরাপত্তা নেই অনেকদিন ধরেই। এ প্রসঙ্গে পি.ডাবলু.ডি.রোডসের এ্যাসি. ইঞ্জিনীয়ার রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্ডল জানান, ব্রীজের নীচের ৬টি বিয়ারিং, ৩টি রাবার গার্ডার ও দু'মাথা জুড়ে ক্রস গার্ডার আগুনে পুড়ে যায়। এই আগুন নেভাতে দমকলের প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে। এক্সপার্ট এলে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে জানা যাবে। বর্তমানে হাল্কা যানবাহন ৫কিমি গতিতে চালাতে নোটিশ টাঙানো হয়েছে। কিন্তু নির্দেশ লঙ্ঘন করে ভারী যানও চলাচল করছে।

আরবানের এজেন্ট .....(১ম পাতার পর)

অল্পসুদে আরবান থেকে লোন পাইয়ে দেবার জন্যই নাকি এই আক্রমণ। আক্রমণকারী রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট এলাকার মনোজ সাহার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেন অচিন্ত্য।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।